বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৭ মার্চ, ২০২৬

৪৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৬ মার্চ, ২০২৬, সোমবার, ১ চৈত্র, ১৪৩২
Vol. 49, Issue No. 11, Monday, 16 March 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে দু-দফায় বিধানসভার নির্বাচন

পূর্ব বর্ধমান জেলার নির্বাচন ২৯ এপ্রিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ সহ তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশ করল ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে দুদফায় নির্বাচন হবে। প্রথম দফায় হবে কোচবিহার, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মোট ১৫২টি বিধানসভার আসনে। দ্বিতীয় দফায় হবে নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, কলকাতা, হুগলী, পূর্ব বর্ধমান-এর ১৪২টি আসনে। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের নোটিফিকেশন হবে ৩০ মার্চ, নমিনেশনের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, স্ক্রুটিনি ৭ এপ্রিল, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। নির্বাচন ২৩ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের নোটিফিকেশন হবে ২ এপ্রিল, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। স্ক্রুটিনি ১০ এপ্রিল, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল। ২৯ এপ্রিল ভোট ও ৪ মে ভোটগণনা হবে। ৬ মে-র মধ্যে সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হবে। অষ্টাদশ বিধানসভার পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬টি আসনের ভোটদান হবে ২৯ এপ্রিল।

যৌথমঞ্চের ১৩ মার্চের সফল ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্ব বর্ধমান জেলা যৌথমঞ্চের উদ্যোগে ডি আই অফিস এবং ডি পি এস সি অফিসের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ সভা হয়। ১৩ মার্চ ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন প্রাপক কর্মচারীদের যে দাবিগুলি ছিল তা হলো-সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারী কর্মচারী সহ শিক্ষকদের ডি এ দিতে হবে, শূন্যপদে অতি দ্রুত স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ করতে হবে, সময়মতো বেতন দিতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য স্কিম (২০০৮) চালু করা, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করা, সপ্তম বেতন কমিশন অতি দ্রুত চালু প্রভৃতি ছিল প্রধান দাবি।

যৌথ মঞ্চের আহ্বানে মেমারিতেও রাজ্যের সমস্ত স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, অফিস ও মেমারি বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে ধর্মঘটে জমায়েত হয় এই সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ধর্মঘটে সামিল হন। ধর্মঘটের জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন অভিজিত রায়, প্রশান্ত মান্ডি, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, অমলেশ রায়। এই একই কর্মসূচি মেমারি-২ ব্লকে ও পালন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ রায়।

এদিন কালনা আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা করেন সরকারি কর্মচারীরা। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অংকন গাঙ্গুলী, হরিপদ দাস, সোমনাথ দাস, সঞ্জিত ব্যানার্জি, শুভাশিস দাস প্রমুখ। কালনা বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য আইনজীবী পার্থসারথি কর জানান আইনজীবী ও বিচারক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আদালতের কোনো কাজ হয়নি। এদিন তারা বৈদ্যপুর মোড়ের সন্নিকট সকাল সাড়ে দশটা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সকল স্তরের শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক নেতা নিরব খাঁ, মানিক মান্ডি, কুন্তল মুখার্জি, অমিতাভ চক্রবর্তী, উমাপতি ভারতী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মানিক রায়।

রাজ্যকে বাঁচাতে লাল ঝাণ্ডাকে শক্তিশালী করতে হবে—সৈয়দ হোসেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৪ মার্চ : সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে "রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে করণীয়" নিয়ে উখড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, সংগঠনের পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিন কাশিম শেখ। সভা পরিচালনা করেন সুব্রত ভাওয়াল। সৈয়দ হোসেন বলেন, সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি করে বিজেপি ও তৃণমূল যে রাজনৈতিক মেরুকরণের চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের জীবনজীবিকার বিষয়গুলি তুলে ধরে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। কেন্দ্রে সরকারে বিজেপি ক্ষমতায় এসে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ সব কিছুই বিক্রি করে দিচ্ছে।

আদানি আম্বানিদের লুটের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। এরাজ্যেও একই কাজ করছে তৃণমূল সরকার। গরিব মানুষের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে ধর্ম ভাষা জাতি নির্বিশেষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতেই হবে। বিজেপি তৃণমূলের কাছে অর্থের জোগান আছে। কিন্তু মানুষ পাশে নেই। মানুষ আমাদের লড়াই সংগ্রামের পাশেই আছেন, এমনকি সাধ্যমতো অর্থ সাহায্যও দিচ্ছেন তাঁরা। মানুষের জোগানো এই রসদ নিয়েই বাংলাকে ফের তার গরিমায় ফিরিয়ে আনার লড়াই গরিব মেহনতি মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলে লাল ঝাণ্ডাকে শক্তিশালী করাই আমাদের প্রধান কাজ হবে।

শিবশঙ্কর সেবা সমিতিকে অর্থদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইমেজিং অর্থোপোডস, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সংস্থা (কলকাতা) যাঁরা ছবি তুলতে ভালোবাসেন এবং প্রতি বছর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ বছর ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী পঞ্চম বছর। চলছে বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট এন্ড কালচারে। ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সরদার, ডাঃ কুনাল সেনগুপ্ত, ডাঃ অভিজিৎ সর্বাধিকারী, ডাঃ অর্ণব কুণ্ডু, ডাঃ জি. জি. বর প্রমুখ এই প্রদর্শনীর প্রধান উদ্যোক্তা এবং তাঁদের উদ্যোগে ১০ মার্চ এই ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা অঞ্জন দত্ত, চন্দন সেন, মীর, প্রাক্তন আই.এ.এস. দেবাশীষ সেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিকে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অসাধারণ কাজের জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়ে

—এরপর চারের পাতায়

লেখক শিল্পী সংঘ-এর ৩০তম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ৩০তম সভা ১৫ মার্চ বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় সভা যা কলকাতার বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের অন্যতম সহ-সভাপতি অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভাটি বর্ধিত সভা ছিল। পার্শ্ববর্তী জেলার সম্পাদকদের ও সভায় ডাকা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাতে গোলাপ ও স্মারক তুলেদেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলার যুগ্ম-সম্পাদক মিনতি গোস্বামী ও সহ-সম্পাদক রীনা মিত্র। সভা খুবই প্রাণবন্ত হয়।

কালনায় আলু চাষির অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ মার্চ : নিজেদের বাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক কৃষকের। মৃত শৈলেন ঘোষের (৭৮) বাড়ি কালনা-২ ব্লকের কাদিপাড়া গ্রামে। এদিন সাড়ে ১০টা নাগাদ তাকে বাড়িতে ট্রাক্টরের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শৈলেনবাবু বেশ কিছু জমিতে আলুচাষ করেছিলেন। আলুর দাম ঠিক মতো না থাকায় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এক বস্তা আলু বিক্রি করে একজন খেতমজুরের মজুরিও উঠছে না বলে এদিন সকালে ছেলে-বউমাদের তিনি বলেন। এরপরই সারে ১০টা নাগাদ ট্রাক্টরের ঘরে তাঁকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়।

কর্মচারী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শিশির বিশ্বাস-এর স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান জেলার কর্মচারী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও প্রবীণ কমিউনিস্ট শিশির বিশ্বাস-এর পারিবারিক স্মরণ সভা আজ নিলয় অনুষ্ঠান বাড়িতে হয়। মাল্যদান, নীরবতা পালন ও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে প্রয়াত নেতা-কে স্মরণ করেন তাঁর সহযোদ্ধা, কর্মচারী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব, বৃহৎ পরিবার, পরিজন ও আত্মজনেরা। প্রবীণ সহকর্মী কার্তিক চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দুর্গাশিব রায়, সর্বভারতীয় কৃষক নেতা অমল হালদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পেঁয়াজের দাম তলানিতে, চরম বিপাকে চাষিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৩ মার্চ : আলুর মতো পেঁয়াজের দামও নামতে নামতে তলানিতে ঠেকে গেছে। ফলে আলু চাষের মতো চরম বিপাকে পড়েছেন পেঁয়াজ চাষিরা। ইতিমধ্যেই আলু চাষে লোকসানের মধ্যে পড়ে আলু কৃষকরা আত্মহত্যা করতে শুরু করেছে। পেঁয়াজেরও দাম পড়ে গিয়ে চরম লোকসানের মধ্যে পড়েছেন কৃষকরা। তাদেরও আত্মহত্যার পথ সুগম করে দিয়েছে এই লোকসান। এক বিঘা জমিতে এবার ৮০ থেকে ৮৫ মন পেঁয়াজ ফলিয়েও বিঘা প্রতি ১৫ হাজার টাকা লোকসানে পড়তে হচ্ছে কৃষকদের। এখন একশো কেজি পেঁয়াজের দাম পাওয়া যাচ্ছে ছয়শ টাকা। কিন্তু সেই পেঁয়াজ নিজের টাকায় বস্তা কিনে বড় রাস্তায় ব্যবসায়ীদের পৌঁছে দিতে হচ্ছে কৃষকদের। সেখানে বাড়তি খরচ হয়ে যাচ্ছে। শিল্প কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা শিল্পপতিদের হাতে থাকলেও, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা কৃষকদের হাতে নেই। তাই সরকারের উপর রয়েছে কৃষকদের বাঁচা-মরার চাবিকাঠি। কৃষকরা মনে করেন এলাকায় ব্যাপক ফলন ও বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ থাকায় পেঁয়াজের দাম

তলানিতে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষিপ্রধান মহকুমাগুলির মধ্যে কালনা মহকুমা তার অন্যতম। কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কালনা মহকুমার পাঁচ ব্লকে ৪,৭৩০ হেক্টর জমিতে শীতকালীন সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। এ বছর পেঁয়াজের ভালো ফলন হলেও কম দামের কারণে চরম উদ্বেগে রয়েছেন কৃষকরা। কালনার এক কৃষি আধিকারিক জানান, এবছর আবহাওয়ার চাষের পক্ষে অনুকূল থাকায় পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের দাম সেভাবে কৃষকরা পাচ্ছেন না।

নতুন চিঠি

১৬ মার্চ, ২০২৬

ভোটের বিষয় গুলিয়ে দেওয়া

২০১১ সাল থেকে টানা ১৫ বছর এ রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যে প্রত্যাশা জাগিয়ে কোনো দল ক্ষমতায় আসে পরবর্তী নির্বাচনে কতটা পূরণ হল তার হিসেব তাকে দিতে হয়। ২০১৬ সালেই সারদা-নারদা কাণ্ডে বিপর্যস্ত তৃণমূল সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল। তবু রাজ্যবাসী মনে করেছিল সরকারকে আর একটু সময় দেওয়া দরকার—দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝতে পারছিল উন্নয়নমুখী সুশাসন রাজ্যকে দেবার একেবারেই উপযুক্ত নয় শাসকদল। সেই অযোগ্যতা ঢাকতে জনকল্যাণের নামে শুরু হয় নগদ প্রদান। সেই সময় কেন্দ্রের কর্পোরেটবান্ধব, হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতাদখলে তৎপর হলে সংখ্যালঘুদের আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা দখল সম্ভব হয় তৃণমূলের পক্ষে।

সামনেই আবার আসছে বিধানসভা নির্বাচন। খুব জনদরদী সরকারও তিন তিনবার ক্ষমতায় থাকলে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা এড়ানো কষ্টকর। রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে তা বেশি কষ্টকর কারণ এখানে অপশাসনের তালিকা বেশ দীর্ঘ। যা দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল, যা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে সেসব নিয়ে হিসেব নিকেশ করার সময় এখন এসেছে। হিসাবটা জরুরি কারণ আগামীতে এ রাজ্যের শাসনভার কার হাতে থাকবে রাজ্যবাসীকে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেই হিসেবটা যাতে রাজ্যবাসী করতে না বসে তাই চতুর কৌশলে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে এসআইআর প্রসঙ্গ, এমনভাবে যেন এটাই একমাত্র সমস্যা।

রাজ্যবাসীর ভোটাধিকার রক্ষাই যদি ভোট কার পক্ষে যাওয়া উচিত তা স্থির করার একমাত্র বিষয় হয় তাহলে রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের একদিনও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এসআইআর করতে দেবেন না, এসআইআর হয়েছে। বলেছিলেন একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না। মৃত, ডুপ্লিকেট ইত্যাদি নাম বাদ পড়েছে, তার সঙ্গে বহু সাক্ষের নাম বিচারাধীন তালিকায় ঢুকেছে, তাদের ভোটাধিকার থাকবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এটি প্রতিবাদযোগ্য, প্রতিবাদ হচ্ছে। কিন্তু ভোটাধিকার রক্ষাকে একমাত্র নির্বাচনী মুদ্দা বানানোর পিছনে শাসকদলের কুমতলব কাজ করছে। প্রথমত, কার নাম তালিকায় থাকবে কার নাম বাদ যাবে সেটা দেখার জন্য নির্বাচন কমিশন রয়েছে, সেটা রাজ্য সরকারের কাজই নয়। সেখানে বিচ্যুতি হলে রাজ্য সরকারকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা নির্বাচনে বার বার দেখা গেছে রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে—অনেক বৈধ ভোটার ভোটই দিতে পারে না। তাহলে ভোটাধিকার রক্ষার এই ওজর কেন? আসলে বহুবিধ নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা-বালির অবৈধ প্রচার, নারীর নিরাপত্তাহীনতা, আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি, শিল্পায়নে অবহেলাজনিত লাগামছাড়া বেকারি, শিক্ষার সঙ্কোচন ও বেসরকারিকরণ, ফসলের ন্যায্য দামের অভাব ইত্যাদি বহুমাত্রিক ব্যর্থতা ঢাকতে চায় রাজ্যের শাসকদল। তাই শাসনের দুর্বলতা ও তজ্জনিত জবাবদানের আবশ্যকতা থেকে নজর ঘোরাতে সব ইস্যু বাদ দিয়ে শুধু এসআইআর নিয়ে এত মাতামাতি। নির্বাচনে কোনটা প্রকৃত রাজনৈতিক বিষয় আর কোনটা তৈরি করা ন্যারেটিভ তা বুঝতে হবে। অতএব সাধু সাবধান।

কে. এন.পানিক্কর—একজন নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বিশ্বম্ভর মণ্ডল

কান্দিয়ুর নারায়ণ পানিক্কর (কে. এন. পানিক্কর) ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ও শীর্ষস্থানীয় নির্ভীক ইতিহাসবিদ ও মার্কসবাদী হিসাবে পরিচিত। তিনি ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন ৯ মার্চ, ২০২৬। বিগত অনেকগুলো বছর ধরে সময়টা গোলমেলে, সময়টা আলো-আঁধারি পরিবেশে ঘোলাটে ও অন্ধকার চেহারা নিয়েছে। পানিক্কর মানুষের মনে থাকবেন, কারণ তিনি সময়ের দাসবৃত্তি করেননি, বরং সময়কে নির্মম ভাবে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদের তীব্র সমালোচনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি অটল ও ধারাবাহিক সমর্থনের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ থেকেছেন। পানিক্করের লেখাগুলি ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক বিকৃতির বিরুদ্ধে একটি প্রাচীর হিসাবে রয়ে গেছে।

পানিক্কর ১৯৬২ সালে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গবেষক হিসাবে অল্প কিছুদিন থাকার পরে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। ১৯৭২ সালে তিনি জেএনইউ-এর সেন্টার ফর হিস্টরিকাল স্টাডিজে যোগ দেন—যেখানে তিনি কয়েক দশক ধরে অধ্যাপক হিসাবে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস পড়িয়েছেন। পানিক্কর শ্রী শঙ্করাচার্য সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কেরালা রাজ্য উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান এবং কেরালা ইতিহাস কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছেন সফল ভাবে। তিনি কেরল সরকার কর্তৃক স্কুল পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার জন্য নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতিত্ব করেন।

একাডেমিয়ার ভিতরে তিনি নিজের উঁচু স্থান নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার একাডেমিয়ার বাইরে, তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি নিয়ে জনসাধারণের বিতর্কে একজন নির্ভীক কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। এরজন্য তিনি একদিকে যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, আবার অন্যদিকে বিতর্কের শিকার হয়েছেন। এই কারণে সমাজের এক অংশের মানুষ তাঁকে চিহ্নিত করেন 'পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল' হিসাবে। তিনি কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের চার দেওয়ালে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং একজন 'পাব্লিক ইন্টেলেকচুয়াল' বা জনবুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজ ও রাজনীতির সংকটে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর এই ভূমিকার প্রধান কয়েকটি ইতিবাচক দিক উল্লেখ করছি।

ধর্মনিরপেক্ষতার পাহারাদার : নব্বইয়ের দশক থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে উত্থান ঘটে, তার বিরুদ্ধে তিনি কলম ও কণ্ঠকে অস্ত্র

করেছিলেন। ইতিহাসের বিকৃতিকরণ এবং পাঠ্যবইয়ের গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে জনমত গড়ে তোলার কাজে তিনি ধারাবাহিক ভূমিকা নেন।

জনতার কাছে ইতিহাসকে পৌঁছানো : তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ইতিহাস কেবল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তার সামাজিক মূল্য বাড়তে পারে না। তাই জটিল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় বিখ্যাত সব সংবাদপত্রে (যেমন- Frontline, The Hindu) নিবন্ধ লিখে গেছেন নিয়মিতভাবে। লেখালেখির মতো জনসভার বক্তৃতার মাধ্যমেও জটিল ঐতিহাসিক তত্ত্বকে এমন ভাবে তুলে ধরতেন, যাতে সাধারণ মানুষ বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিকে ইতিহাসের নিরিখে বুঝতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতার হাতিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি : তিনি 'সংস্কৃতি'কে রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র মনে করতেন। তাঁর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে কেবল আইন যথেষ্ট নয়, বরং একটি শক্তিশালী 'ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি' গড়ে তোলা প্রয়োজন।

নীতি নির্ধারণে ভূমিকা : কেরালা উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ এবং আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন, যা সার্বিক ভাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বৌদ্ধিক বিকাশেও সহায়ক হয়েছিল।

কৃষক বিদ্রোহের নতুন বিশ্লেষণ : তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো মালাবার অঞ্চলের 'মোপলা বিদ্রোহ' (১৮৩৬, ১৯২১) নিয়ে গবেষণা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Against Lord and State-এ তিনি দেখিয়েছেন যে, এই বিদ্রোহ কেবল ধর্মীয় সংঘাত ছিল না, বরং এর মূলে ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কৃষকদের ওপর তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ ও জমিদারতন্ত্র।

ইতিহাস চর্চার ভিত্তিপ্রস্তর দিল্লির : ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সোস্যাল সায়েন্সেস থেকে প্রকাশিত হয় সোস্যাল সাইন্টিস্ট পত্রিকা। এইপত্রিকার সূচনালগ্ন থেকেই তিনি এর সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন। নির্মোহ ইতিহাস চর্চার এক ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে এই পত্রিকাটিকে তুলে ধরতে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

পানিক্কর সম্পর্কে প্রাক্তন সাংসদও অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্য তাঁর একটি লেখায় বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে "যদি উগ্র জাতীয়তাবাদকে ইতিহাস চর্চার ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে তা কেবল ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকা গবেষক, শিক্ষার্থী, ঐতিহাসিকদেরই ক্ষতি করবে না; বরং সমগ্র সমাজের ক্ষতিসাধন করবে। তিনি সবসময় এই সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে কথা বলে এসেছেন। আজীবন তিনি এই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায়, প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়িয়েছেন। একজন প্রকৃত ইতিহাসবিদের মতোই, তথ্য প্রমাণ সহ সেই ভুল যুক্তি, দাবিগুলিকে খণ্ডন করেছেন। সেজন্যই তিনি একজন যথার্থ পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল, যার অবদান কেবল ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র সমাজে মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।" (https-// marxbadipath.org/)

উপনিবেশবাদ, সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষক আন্দোলন এবং ইতিহাসবিদ্যার উপর তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। নিজের লেখা বহু বইয়ে তিনি মার্কসবাদী অর্থনীতির যে

—এরপর চারের পাতায়

উট ডেঙ্গুকে হারিয়ে দিল

পঙ্কজ পাঠক

মোহেলির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি করেছে। এই অস্ত্র তৈরির গবেষণা এমনই ঘটনা-বহুল যে কল্প-বিজ্ঞানকেও হার মানায়। ড. শ্রাভন সেহরাওয়াত এবং তাঁর টিম উটের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা থেকে অ্যান্টিবডির অতিনমনীয়, অতিক্ষুদ্র সংস্করণকে কাজে লাগিয়ে ডেঙ্গুর চারটি উপ-গোষ্ঠীকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই আবিষ্কার ভারতের জনগণের পক্ষে স্বস্তির, কারণ পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ ডেঙ্গুর সংক্রমণ (প্রায় ৬০ লক্ষ) ভারতেই হয়। এই গবেষণা সংক্রান্ত পেপার প্রকাশিত হয়েছে 'ইমিউনো হরাইজোন' পত্রিকায়।

ডেঙ্গু হচ্ছে জটিল রোগ, অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে প্রথমবার সংক্রমণ হলে শরীর সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কৌশল রপ্ত করে ফেলে এবং দ্বিতীয়বার সংক্রমণে শরীর নিজেই প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে অন্য উপ-গোষ্ঠীর ভাইরাস দ্বিতীয়বার সংক্রমণ করলে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রাণঘাতী। এর কারণ অ্যান্টিবডি নির্ভর বর্ধিত করণ (অ্যান্টিবডি ডিপেনডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট)। সহজ করে বললে প্রথমবার সংক্রমণে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি আঁকড়ে ধরতে পারে দ্বিতীয়বার সংক্রমণ করা নতুন ভাইরাসকে কিন্তু একে মেরে ফেলতে পারে না। এর পরিবর্তে অজান্তেই মানুষের কোষে যাতে ভাইরাস সহজেই ঢুকতে পারে তার জন্য সাহায্য করে এবং শরীরের অভ্যন্তরে রক্তপাত ঘটায় ও শক সিনড্রোমের মতো জটিলতা তৈরি করে।

উটের শরীরে আছে অনন্য জৈবিক বৈশিষ্ট্য। শরীরের অ্যান্টিবডিগুলো নিজেদের সহজেই সিঙ্গেল-ডোমেন অ্যান্টিবডিতে বিন্যস্ত করতে পারে। সিঙ্গেল-ডোমেন অ্যান্টিবডিগুলো ন্যানোবডি নামেও পরিচিত, বলা যেতে পারে এগুলো সবই একখণ্ড অ্যান্টিবডি। এই অ্যান্টিবডি মানুষের শরীরের অ্যান্টিবডির মতো নয়। মানুষের অ্যান্টিবডি অনেক বড় ও জটিল এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপাদানকে আঁকড়ে ধরে। উটের শরীরের মধ্যে এফ সি রিজিওন নেই। এফ সি রিজিওন হল অ্যান্টিবডির নির্দিষ্ট অংশ, যেটিকে সন্দেহ করা হয় সাংঘাতিক ক্ষতিকর অ্যান্টিবডি-নির্ভর বর্ধিতকরণকে জাগিয়ে তোলার জন্য

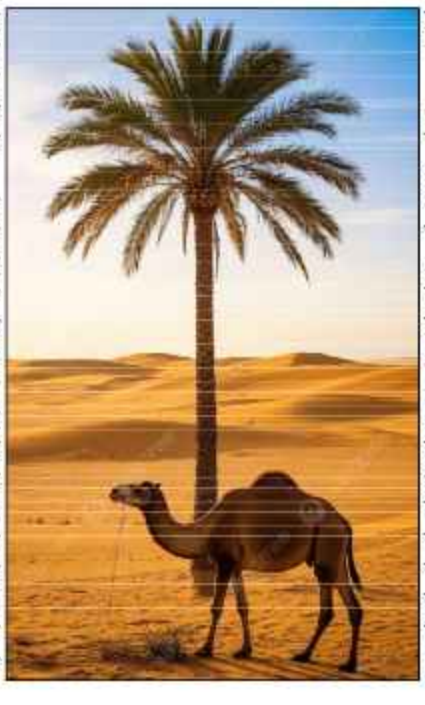

দায়ী। উটের সিঙ্গেল-ডোমেন অ্যান্টিবডিতে ওই ধরনের ক্ষতিসাধন করার মতো অংশ না থাকার কারণে রোগের বৃদ্ধি ঘটায় না। এই অ্যান্টিবডি ছোট এবং ভাইরাসের মধ্যে সহজে ঢুকতে পারে, যা মানুষের অ্যান্টিবডি পারে না।

বিজ্ঞানীরা উটের শরীরে এই একটিমাত্র অ্যান্টিবডি খুঁজে পাননি, সন্ধান পেয়েছেন একটি আণবিক গ্রন্থাগারের (মলিকুলার লাইব্রেরি), এই গ্রন্থাগারে আছে ২০০ মিলিয়ন অ্যান্টিবডি। এই গ্রন্থাগারের মধ্যে কোন অ্যান্টিবডি ডেঙ্গু ভাইরাসের শরীরের প্রোটিনের মোড়ককে ভেদ করতে পারে তাও তাঁরা জেনেছেন। এই প্রোটিনই চাবি হিসেবে কাজ করে এবং মানুষের কোষে সংক্রমণ ঘটায়, এই অ্যান্টিবডি সংক্রমণকে রুখে দেয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সময় ও প্রাণীদেহে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় সিঙ্গেল-ডোমেন অ্যান্টিবডির কার্যক্ষমতা বিজ্ঞানীদের অবাক করেছে। এই অ্যান্টিবডি দিয়ে চিকিৎসা করলে ভাইরাসের উপস্থিতি বিপুলভাবে কমে এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

এখন এই অ্যান্টিবডির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা কারখানায় খরচ-সাপেক্ষ উৎপাদন করার থেকে আণবিক চাষের (মলিকুলার ফার্মিং) মাধ্যমে উৎপাদন করতে চাইছেন। ইতিমধ্যেই গবেষকরা তামাক গাছ ও আরবিডোপসিস গাছের মধ্যে এই অ্যান্টিবডির উৎপাদন করতে পেরেছেন, কলার মধ্যে সিঙ্গেল-ডোমেন অ্যান্টিবডির উৎপাদন করার চেষ্টা চলছে। আসলে ফলের মধ্যে সিঙ্গেল ডোমেন অ্যান্টিবডির উৎপাদন করতে পারলে খুব কম খরচে উৎপাদন সম্ভব হবে।

চিকিৎসার প্রথম দিকে ভালো ফলই পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা ডেঙ্গুর দুটো উপ-গোষ্ঠীর (বাইভ্যালেন্ট) সংস্করণ তৈরি করে একটি সুপার অ্যান্টিবডি ইনজেকশন তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষকেরা বলছেন একটি ইঞ্জেকশন দিয়েই ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা করা যাবে।

আমরা কবে সেই ইনজেকশন আসবে তারজন্য অপেক্ষা করছি। আপাতত গবেষণার যা ফলাফল তাতে বলা যেতেই পারে ডেঙ্গু উটের কাছে গো-হারান হেরে গেছে।

বর্ধমান জেলার উদ্বাস্তু আন্দোলনের কথা

নন্দ দুলাল গুহ

বর্ধমান জেলায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের পিঠস্থান ছিল গোপালপুর, পানাগড় এয়ারফিল্ড অ্যাকোমোডেশন ক্যাম্প, মেমারির পান্না ও মহেশডাঙ্গা ক্যাম্প। উদ্বাস্তু আন্দোলনে এই জেলা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করলেও তার ইতিহাস সেইভাবে লিপিবদ্ধ নেই। বিভিন্ন তথ্য এবং তুষার সিংহ ও বর্তমানে মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের নীরদবরণ ভদ্রর লেখা থেকে এ বিষয়ে যতটুকু জানা যায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট কলোনির সংখ্যা ১৫৮টি তার মধ্যে জি এস কলোনি ১৫টি, ৬০৭ গ্রুপের কলোনি ৫০টি, ৯৯৮ গ্রুপের কলোনি ২৪টি, প্রাইভেট কলোনি ৩৮টি এবং বিশেষ গ্রুপ ভুক্ত কলোনির সংখ্যা ৩৮টি। জেলায় ১৪৯ ও ১৭৫ গ্রুপের কোনো কলোনি নেই।

দেশ বিভাগের বলি হয়ে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন, মেটিয়াবুরুজ সহ অন্যান্য জায়গায় অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন যাপন করতেন। সেখানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দেওয়া রুটি, চিঁড়ে, গুড় ও মুড়ি খেয়ে দিন যাপন করতেন। পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে দূরে বর্ধমান জেলায় ১৪-১৫টি উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মধ্যে পান্না ও মহেশডাঙ্গা এবং গুসকরার নবাব নগরে তাদের রাখা হয়েছিল। ২০-২৫টি পরিবার প্রতি পানীয় জলের জন্য একটি করে টিউবওয়েল ছিল। সরকার থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর উদ্বাস্তুদের Cash dole দেওয়া হোতো। ৮ বছরের বেশি বয়সীদের ১৫ দিন অন্তর ৬ টাকা, তার নীচের বয়সীদের জন্য ৪ টাকা করে দেওয়া হোতো। কিন্তু একই পরিবারে ৩০ টাকার বেশি দেওয়া হতো না। কিছুদিন পর সরকারের থেকে নির্দেশিকা জারি হয় ক্যাম্পে বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্কদের মাটি কাটার কাজ করতে হবে। তারা Cash dole পাবে না। কাজের বিনিময়ে ৬ আনা মজুরি পাবে। এই শর্তে পান্না ক্যাম্পে কিছুদিন মাটি কাটার কাজ করানো হয়েছিল। কিন্তু মহেশডাঙা ক্যাম্পে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। মহেশডাঙা ক্যাম্পের কেউই মাটি কাটার কাজ করেনি। পরে পান্না ক্যাম্পেও মাটি কাটার কাজ বন্ধ করা হয়।

দেশভাগের কারণে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত সরকার কোনো ব্যবস্থাই করেনি। কলকাতা-কেন্দ্রিক জবর দখল কলোনি সহ বাগজোলা ক্যাম্প, কুপার্স ক্যাম্প ও ঘুসুড়িয়া প্রভৃতি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের উপর রাজ্য সরকারের পুলিশ, স্থানীয় জমিদারের লেঠেল বাহিনীর অত্যাচার নেমে আসে। এর বিরুদ্ধে এবং বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে ইউসিআরসি সংগঠনের ডাকে আন্দোলন গড়ে ওঠে। পান্না ও মহেশডাঙ্গা এবং গোপালপুর, পানাগড় এয়ারফিল্ড অ্যাকোমোডেশন ক্যাম্পে এর প্রভাব পড়ে। ইউসিআরসি জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের যথাযথ কাজ ও মজুরির দাবিতে ১৯৫৭ সালের ২২ এপ্রিল জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন জেলা সভাপতি বিনয় চৌধুরী, জেলা সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ এবং প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুবিমল ঘোষ (এম পি), শুভময় শূর (উদ্বাস্তু অধিকার রক্ষা সমিতির জেলা সম্পাদক)।

১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে পান্না ও মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে পান্না, মহেশডাঙ্গা সহ অন্যান্য জায়গা থেকে ১০৫ কিলোমিটার রাস্তা তিনদিন ধরে পায়ে হাঁটে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের সময় রাজ্য সরকারের পুলিশ আন্দোলনকারী উদ্বাস্তুদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। তাতে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আহত হন। রাজ্যপুলিশ আন্দোলনকারীদের জোরপূর্বক প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে কলকাতার 'ধাপার বিল'-এ ফেলে দিয়ে আসতো। সেখান থেকে আন্দোলনকারীরা পায়ে হেঁটে এসে আবার রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে অংশগ্রহণ করতো। একদিন-দুদিন নয় প্রায় মাসাধিক কাল আন্দোলন চালিয়েও সরকারের কাছে কোনো সুবিচার পাওয়া যায়নি।

উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন সহ অন্যান্য দাবিতে ইউ সি আর সি সংগঠনের ডাকে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালিত হয়। কালীপদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে অনশন শুরু হয়। মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পে ২২ দিন অনশন করার পর কৃষ্ণধন বিশ্বাস ও পাগলী মা'কে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সে দিনই ৩ নং মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের মতিলাল বসুর ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা অনশনে বসেন। পান্না ক্যাম্প সহ অন্যান্য আরও উদ্বাস্তু কলোনিতেও আমরণ অনশন কর্মসূচি পালিত হয়েছিল।

গোপালপুর ও পানাগড় এয়ারফিল্ডেও উদ্বাস্তুরা আমরণ অনশন করেছেন এবং বর্ধমান, আসানসোল ও পুরুলিয়া জেলে যাঁরা জেল জীবনযাপন করেছেন তাঁরা হলেন—১) গোপাল চন্দ্র অধিকারী ২) সূর্য কান্ত বিশ্বাস ৩) লাবণ্যবালা দাস ৪) শ্রীমতী গায়েন ৫) সরোজিনী বিশ্বাস ৬) সুখদারানী দাম ৭) অঞ্জলি ধর ৮) দুর্গা দত্ত ৯) রাধারানী অধিকারী ১০) সত্যেন্দ্র নাথ সমাদ্দার ১১) হীরন বালা দাস ১২) কৃষ্ণকান্ত ব্যাপারী ১৩) শ্রীমতী মণ্ডল (কাঁকসা) ১৪) জীতেন মণ্ডল ১৫) অর্জুন সরকার (বসুধা) ১৬) জীতেন হালদার ১৭) শচীন দেবনাথ ১৮) তারক শিকদার।

অনশনরত নেতৃত্বের উপর পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর গোপালপুর ট্রানজিট ক্যাম্পে প্রতিবাদ সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু, সমর মুখার্জী, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

সংগঠনের ৫০তম বর্ষে ২০০০ সালের ২৯ ও ৩০ এপ্রিল গোপালপুর কলোনির কাঁকসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গণআন্দোলনের নেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্র মন্ত্রী অঞ্জু কর। ২৯ এপ্রিল গোপালপুর উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের শুরুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র হালদার উপরোক্ত ১৮ জন বীর যোদ্ধাদের সংবর্ধিত করেন। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণআন্দোলনের নেতা নিরুপম সেন।

অনশন আন্দোলন চলাকালীন গ্রামের মানুষ পালা করে অনশন শিবির পাহারা দিতেন, যাতে পুলিশ এসে অনশনকারীদের তুলে নিয়ে যেতে না পারে। পুলিশ আসার সংকেত পেলে তাদের বাধা দেওয়ার জন্য ক্যাম্পের মহিলারা অনশন শিবিরে এসে জড়ো হতেন এবং মহিলা ও শিশুরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে পুলিশকে বাধা দিতেন। বাগজোলা ক্যাম্পে অনশন শিবিরে পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং তাতে অনেকেই হতাহত হয়েছেন এই সংবাদ এ জেলাতেও এসে পৌঁছেছিল। এতে ভয় না পেয়ে উদ্বাস্তুরা আরও সংঘবদ্ধ হয়েছে লড়াই করার জন্য।

দেশ ভাগের সময় থেকেই উদ্বাস্তুদের পাশে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সবসময় থেকেছেন। আমাদের জেলাতেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব বিনয়কৃষ্ণ কোঙার সহ মেমারির দেবী গাঙ্গুলি, কেয়া গ্রামের শিবানী চট্টোপাধ্যায়, দেওলিয়া গ্রামের সাত্তার সাহেব, জামালপুর গফ্ফার সাহেব সহ অন্যান্যরা সবসময় উদ্বাস্তুমানুষের আন্দোলনের পাশে থেকেছেন। মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের সুধন্য সরকার, নিত্যানন্দ তরুয়া, সন্তোষ হালদার, মতিলাল বিশ্বাস ও অন্যান্যরা ইউসিআরসি সংগঠন গড়ে তোলেন। পান্না বাজার এবং গুসকরার ছোড়াতে ইউ সি আর সি সংগঠনের নিজস্ব অফিস ঘর আছে।

উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে তোলার জন্য রাজ্য নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত শূর, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী একাধিকবার মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পে এসেছেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর অবদানকে স্মরণে রেখে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পে ডিভিসি ক্যানেলের উপর নির্মিত সেতুর নামকরণ করা হয়েছে 'প্রাণকৃষ্ণ সেতু'।

সংগঠনের ৭৫তম বর্ষে ২০২৫ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলাতে গণআন্দোলনের নেত্রী অঞ্জু কর-এর সভাপতিত্বে উদযাপন কমিটি গঠিত হয়। উদযাপনের অংশ হিসাবে 'উদ্বাস্তু আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্য এবং আমাদের কর্তব্য' সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং বৃক্ষ রোপণের মতন সামাজিক কর্মসূচি পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে অনীক-এর নারী অভিনেত্রীদের সম্মাননা

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মার্চ : ৮ মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বর্ধমান অনীকের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হল নারী-দিবস। 'কলম যখন নারীর হাতে' শীর্ষক অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হলো দুই মহিলা নাট্যকারের দুটি নাটক। তার মধ্যে একটি ছিল রুনু মুখোপাধ্যায় রচিত, ড. দিলীপ বিশ্বাস নির্দেশিত বর্ধমান অনীকের প্রযোজনা 'শুনারে মানুষ ভাই' এবং আর একটি ছিল কলকাতার থিয়েটার পুষ্পকের কর্ণধার আলোকপর্ণা গুহ রচিত এবং নির্দেশিত নাটক 'যাঃ সব ভণ্ডুল'। দুটি দুই স্বাদের নাটক ছিল। দর্শকরা দুটি নাটককেই যথেষ্ট উপভোগ করেছেন।

এ দিনের আরও একটি বড় আকর্ষণ ছিল 'নারী সম্মাননা'। বর্ধমানের সতেরোটি নিয়মিত গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রধান অভিনেত্রীদের আঠেরো জনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। তাঁদের দলের প্রতিনিধিরা তাঁদের হয়ে মঞ্চে উপস্থিত থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেছে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান নাট্যভূমির সুনেত্রা চক্রবর্তী, বর্ধমান স্বপ্ন অঙ্গন ও মৌলিক দলের পক্ষ থেকে রঞ্জনা পাল, বর্ধমান পথিকৃতের দোলনচাঁপা মোহন্ত, বর্ধমান প্রয়াসের নেহা দাস, বর্ধমান কুশীলবের অঙ্কিতা দত্ত, অঙ্কুর নাট্যগোষ্ঠীর পিঙ্কি সেনগুপ্ত, বোরহাট অরিত্র গোষ্ঠীর মৌসুমী মুখার্জি, বর্ধমান ইনসাইড আউট দলের সোমা দেব, বর্ধমান গ্রাফ দলের সংঘমিত্রা কেশ, আজকের থিয়েটার গ্রুপের পাঞ্চালী ঘোষ, থিয়েটার আলফা দলের কল্পনা রায়, অনুভূতি সাংস্কৃতিক সংস্থা থেকে ঝর্ণা আচার্য, শিল্পী সমন্বয় থেকে মধুমিতা পিরি, স্ত্রী ল্যানসার মধুমিতা দাস বিশ্বাস, বর্ধমান অনীক এর পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন রুণু মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মিনিস্ট্রি অফ কালচার এর ডেপুটি ইনচার্জ অমিত কুমার চ্যাটার্জি। মানপত্র পাঠ করেন সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃষা কোনার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনীকের সম্পাদক সৌমেন্দ্র তা এবং সভাপতি ড. দিলীপ কুমার বিশ্বাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অনির্বাণ বিশ্বাস। থিয়েটার পুষ্পকের সম্পাদককে সম্মাননা জানান বর্ধমান অনীকের সম্পাদক সৌমেন্দ্র তা এবং কোষাধ্যক্ষ চন্দন সেন।

বহ্নিশিখার বসন্ত উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ মার্চ : প্রণব বটব্যাল ট্রাস্ট ভবনের সভাকক্ষে বহ্নিশিখা সাংস্কৃতিক সংস্থার বসন্ত উৎসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মধ্য দিয়ে পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন কৃষ্ণা সরকার। 'মতাদর্শ ও আজকের বসন্ত' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শাশ্বতী হই। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা সুপর্ণা ব্যানার্জী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'বহ্নিশিখা'র শিল্পীরা। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বর্ধমান শহর শাখা, 'আয়না' ও 'সুরমহল'-এর শিল্পীবৃন্দ। আবৃত্তি এবং কচিকাচাদের নৃত্য-সঙ্গীতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সমগ্র অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানে শঙ্খচিলের পক্ষ থেকে পরিবেশিত হয় একটি শ্রুতিনাটক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাকলী চক্রবর্তী ও মানসী দাস।

আলু চাষিদের পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৩ মার্চ : টোকেন না মেলায় আলুচাষিদের জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন আলুচাষিরা। মেমারি-১ ব্লকের নুদীপুর এলাকায় কিষাণমাণ্ডির সামনে রাস্তায় বসে পড়েন ক্ষুব্ধ চাষীরা। ফলে গুরুত্বপূর্ণ জিটি রোডে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

চাষিদের অভিযোগ, সরকারি ঘোষণামতো তারা আলু বিক্রি করতে পারছেন না। একদিকে বাজারে আলুর দাম নেই, অন্যদিকে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এ বছর আলুর উৎপাদন হয়েছে প্রচুর। ফলে মাঠে আলু পড়ে থাকলেও ক্রেতার অভাব দেখা দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বস্তি দিতে সহায়ক মূল্যে আলু কেনার ঘোষণা করে। কৃষি বিপণন দপ্তর চাষিদের কাছ থেকে কিলো প্রতি সাড়ে ৯ টাকা দরে আলু কিনবে বলে জানানো হয়। তবে চাষিপিছু সর্বোচ্চ ৭০ বস্তা আলু কেনার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। চাষিদের দাবি, এত কম পরিমাণ আলু কেনা হলে তাদের সমস্যার কোনও সমাধান হবে না।

নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী, মেমারি-১ ব্লকের নুদীপুর কিষাণমাণ্ডিতে চাষিরা আবেদন জমা দেবেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতে টোকেন দেওয়া হবে এবং ওই টোকেন নিয়ে হিমঘরে আলু জমা করবেন চাষিরা। কিন্তু অভিযোগ, গত দুদিন ধরে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে না। এমনকি আগে যারা আবেদন করেছেন, তাদেরও টোকেন দেওয়া হয়নি। এছাড়াও টোকেন বণ্টন নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন চাষিরা।

পারুলডাঙ্গায় সাইবার সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ মার্চ : জেলা পুলিশের উদ্যোগে পারুলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সাইবার সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নাদনঘাট থানার সহায়তায় এই শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ কর্মীরা সাইবার ক্রাইম নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তারা বলেন—কেন সাইবার সচেতনতা প্রয়োজন? অধিকাংশ সাইবার নিরাপত্তা লঙ্ঘন বা হ্যাকিং মানুষের অসতর্কতার কারণে হয়ে থাকে। তাই সঠিক সচেতনতা থাকলে ডিজিটাল জগতকে নিরাপদ রাখা যায়। ব্যক্তিগত তথ্য চুরি রোধ করা এবং সাইবার আক্রমণ থেকে বাঁচা সম্ভব। সাইবারক্রাইম হেল্পলাইন : ১৯৩০। সাইবারক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল : cybercrime.gov.in। সাইবার পিএস হেল্পলাইন—৯০৪৬২৫৪৯৪৯, ৯২৪২৭৭৯৬৪৭।

বোমার মসলা সহ গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১১ মার্চ : পাঁচ কেজি বোমার মসলা সহ গভীর রাতে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত সাহবিলের শেখের বাড়ি পূর্বস্থলীর ছাতনির খন্দকার পাড়ায়। সূত্রের খবর গভীর রাতে এসটিকেকে সড়কের বেনাকর মোড়ে বামাল গ্রেফতার করা হয়। পরদিন কালনা আদালতে হাজির করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ধৃত যুবক ক্ষমতাসীন দলের খুবই ঘনিষ্ঠ।

কালনায় রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ মার্চ : রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কালনা শহরে। নবম বর্ষে পদার্পণ করা এই প্রতিযোগিতা যোগ প্রতিযোগী, যোগ প্রশিক্ষক, যোগপ্রেমী এবং যোগ জগতের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, বিশিষ্ট শিল্পপতি সুশীল মিশ্র। কালনা শহরের পুরশ্রী মঞ্চে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৭টি জেলার ৮৪৮ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী। বয়স ভিত্তিক ১৪টি বিভাগে পারফরম্যান্স তুলে ধরেন। কালনা যোগ ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতায় জুনিয়রদের ৬টি বিভাগে ২৫টি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। সিনিয়রদের ৮টি বিভাগে ১০টি করে পুরস্কার দেওয়া হয় বলে জানান সংস্থার সম্পাদক অসীম দফাদার।

চূড়ান্ত বৈধ ভোটার তালিকার দাবিতে মিছিল ও টেপুটেশন বর্ধমান ও বুদবুদ-গলসীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ মার্চ : সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-৩ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে গোদা মসজিদতলায় এসআইআর বিষয়ে ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রশ্নে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক। তিনি সংখ্যালঘু প্রশ্নে মোদী ও মমতা সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এবং কিভাবে এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বঞ্চনার ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছেন তা উদাহরণ সহযোগে তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গোদা এলাকার ৫-৬ টি বুথে সাড়ে চারশোর বেশি সংখ্যালঘু অংশের ভোটার বিচারাধীন হয়ে পড়েছেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এরিয়া সম্পাদক কাজল রায়। উপস্থিত ছিলেন তাপস সরকার, জনার্দন রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সিপিআই(এম) গলসী-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এস.আই.আর-এর প্রথম দফায় প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বহু জীবিত বৈধ ভোটারকে ডিলিট স্ট্যাম্প দিয়ে ভোটাধিকার হরণ, ১২০০০ মতো বৈধ ভোটার 'বিচারাধীন' সংখ্যালঘু, বৈধ ভোটার অন্তর্ভুক্ত করে তবেই ভোটের দিন ঘোষণা করার দাবিতে বিক্ষোভ-অবস্থান ও বি.ডি.ও-কে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইদুল হক ও হারাধন ঘোষ। ডেপুটেশনের পর বিষয়গুলো তুলে ধরেন নিতাই কুমার সাহা। এই দাবিতে সিপিআই(এম) গলসী-২ এলাকার নির্বাচকমণ্ডলী গলসী বাজারে মিছিল করে গলসী-২ ব্লকের বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেয় ও সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন বামপন্থী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন রণজিৎ ঘোষ।

বাহান্নবর্তী (৩৪)

রত্না রশীদ

মানুষ এমনই এক প্রাণী যে কিনা, বেঁচে থাকতে তো বটেই, মরার পরেও তাকে ঘিরে তার আত্মজন—পরিজন কি আচরণ করবে সেটাও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাই জন্ম নিল 'উইল' বা ইচ্ছাপত্র। এত কষ্ট করে এত এতো দিন মাস বছর একপা একপা করে হেঁটে, খুঁড়িয়ে নিজের সংসারে বা চারপাশে একটা মোটামুটি মানোমতো সিস্টেম তৈরি করতে যে পারা গেছে, তা চোখ বুজলেই চৌচির! মেনে নেওয়া সম্ভব এমন আত্মউপেক্ষার সাজা! কিন্তু মৃত্যু এড়াবে কে? জন্ম হলে, আর যাই হোক না হোক, মৃত্যু তো নিশ্চিত। মৃত্যুর পরেও আমি শাসন করবো সময়। স্থাবর-অস্থাবর-দৃশ্যে-অদৃশ্যে যা কিছু 'আমার' সঞ্চয়ে তার বিলি ব্যবস্থা আমি নিজেই করে যাব। মানুষের 'আমি' বোধ এতই প্রবল। বাড়ি ঘর জমানো টাকা সোনা রুপো কাঁসা পেতল শেয়ারের সার্টিফিকেট পছন্দ অনুযায়ী আত্মজনকে ভাগ নির্দিষ্ট করে দিয়ে যাওয়া, এবং অপছন্দের জনকে এই সুযোগ খুব কষে শাস্তি দিয়ে যাওয়া, এই আর কি! শেষকৃত্যে কার অধিকার সর্বাগ্রে আর কাকে সে সুযোগটাও (!) দেওয়া হবে না—শক্তিমান জ্যান্ত মানুষ সেটাও নির্দিষ্ট করে দিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়। সবটাই 'ইগো'-র ব্যাপার। নিজেরই আত্মউদ্ভূত সবকটি সন্তানকে সমান ভালোবাসা সুযোগ সুবিধা না দিয়ে টাকার গরমে তাদের নিজের জীবিত অবস্থায় তো বটেই, মৃত্যুর পরেও নিজের দাপট বজায় রাখার কী অদম্য ইচ্ছে মানুষের।

এর সঙ্গে তুলনায় আদপেই যায় না, তবু মরণোত্তর অঙ্গ এবং/অথবা দেহদানও এক ইচ্ছাপত্রে জানিয়ে যাওয়া আধুনিক মানুষের কর্তব্য। এবং সেটা নিজের পরিবারের সবাইকে, আশপাশের প্রতিবেশীদের, নিকট আত্মীয় পরিজনদের আবশ্যিকভাবে জানিয়ে যাওয়া জরুরি। অন্যথায় ছেলের জেল পর্যন্ত হতে পারে। এই সেদিন আমার রাজ্যে এমন অভিনব রেকর্ডও গড়া হয়ে গেছে।

(চলবে)

যুদ্ধবিরোধী সভা মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ মার্চ : রান্নার গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে কালোবাজারি বন্ধ করা ও রাজ্য সরকার কে চাষিদের কাছ থেকে ৬০০ টাকা বস্তা দরে আলু কেনার দাবিতে মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মেমারির চকদিঘীমোড় বিকেল ৫টা নাগাদ অবস্থান কর্মসূচি হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বক্তব্য রাখেন কালু রায়, মনিষা চক্রবর্তী, পিন্টু ভট্টাচার্য ও মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক পিযুষ বিশ্বাস প্রমুখ। ইরানের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

আদালত চত্বর থেকে বিষধর উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ মার্চ : আদালত চত্বরে মানুষের ভিড়ের মধ্যেই দিনের বেলায় ধরা পড়লো একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ। প্রথমে এই সাপটি আইনজীবী পার্থসারথী করের সেরেস্তায় ঢুকে পড়ে। সেখানে মানুষের তাড়া খেয়ে পাশের আরেকটি সেরেস্তায় ঢুকে পড়ে। সেখানে তারা খাওয়ার পর সেরেস্তাগুলির পিছনে ভাগীরথী নদী পাড়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়ে। সর্প বিশারদ কালনা শহরের শিবের সরকারকে খবর দেওয়া হলে, তিনি ঘটনাস্থলে এসে বিষধর সাপটিকে বন্দি করেন। বিষয়টি কালনা মহকুমা শাসকের নজরে আনা, যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে মানুষকে সাপের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বাকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

সংকটাপন্ন শিশুকে রক্ত দিল যুব কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ মার্চ : একজন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর জীবন সংকটে রক্ত দিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো কালনা শহরের ডিওয়াই এফআই-এর কর্মী নেপাল সরকার। এদিন পূর্বস্থলী-১ ব্লকের কোরাপুর গ্রামের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু দেবলীনা পণ্ডিতকে তার মা কালনা হাসপাতালে রক্ত দিতে নিয়ে এসেছিলেন। ব্লাড ব্যাংকে রক্ত না থাকায় তার মা হাসপাতালে কান্নাকাটি করে হাসপাতালে আসা মানুষজনের কাছে রক্ত ভিক্ষা চাইছিলেন। রক্ত দিতে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় দেবলীনার রক্তের হিমোগ্লোবিন নেমে যায় ৪.৫। স্বাভাবিক কারণেই শিশুটি ঝিমিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় একজন যুবক তার পরিচিত নেপাল সরকারকে মোবাইলে শিশুটির অবস্থার কথা জানায়। নেপাল সরকার দ্রুত কালনা হাসপাতালে পৌঁছে রক্তদান করে।

বৃদ্ধাকে রক্ত দিল সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ মার্চ : একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার বারে বারে রক্তদান করে অপরের প্রাণ বাঁচাচ্ছেন। এদিন একজন বৃদ্ধার জীবন সংকটে রক্ত দিলেন সেই সিভিক। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার রক্ত দেওয়া হলো তাঁর। আর্ত মানুষের পাশে থাকা এই সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম শোভন শী। বাড়ি কালনা-২ ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের বানীনাথপুর গ্রামে। এদিন ডিউটিরত অবস্থায় সিভিক শোভন শী খবর পান কালনা হাসপাতালে হুগলি জেলার বলাগড় থানার খামারগাছির কানন বিশ্বাস নামের এক বৃদ্ধা ভর্তি আছেন। তার রক্তের জন্য জীবন সংকট তৈরি হয়েছে। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত না থাকায় তার পরিবারের লোকজন এদিক-ওদিক রক্তের জন্য ছোটাছুটি করেও ব্যর্থ হয়। শেষে শোভন শী-র রক্তদানে সংকট কাটে।

বিপদ বাড়ছে সড়কের পাশে ফেলা ছাই-এ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৫ মার্চ : চরম বিপদজনক হয়ে উঠেছে সড়কের পাশে ফেলা রাইস মিলের ছাই। হাওয়া দিলেই শুকনো ছাই সড়ক দিয়ে চলা যানের চালকদের চোখে ঢুকে যাচ্ছে। ফলে চোখ অন্ধকার হয়ে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। ঘটনাটি পূর্বস্থলী থানার ছাতনী ও ন-মাথা মোড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এসটিকেকে সড়কের। এলাকাবাসীদের অভিযোগ—এলাকার কয়েকটি রাইস মিল থেকে রাতের অন্ধকারে এই সড়কের দুপাশে নিয়মিত ছাই ফেলে যায়। এতে বিভিন্ন সময় সেই ছাই সড়কে উঠে পড়ে। তাতে বাইকের চাকা পিছলে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এই সড়ক দিয়ে নিয়মিত পুলিশ সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকরা যাতায়াত করেন। কিন্তু তাদের এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। এলাকার মানুষ চান এ ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

—প্রথম পাতার পর

সেবা সমিতিকে অর্থদান

সহযোগিতা করেন। শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ডাঃ দিব্যেন্দু রায়, পার্থ গোস্বামী এবং সমিতির অন্যতম শুভানুধ্যায়ী গণেশ চৌধুরী। শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁরা অবহিত। সেবা সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্যদের হাতে 'স্বাস্থ্য ও মানুষ' পত্রিকা ও সমিতির ছাপানো কর্মসূচির লিফলেট দেওয়া হয়।

একজন নির্ভীক কণ্ঠস্বর

—দুয়ের পাতার পর

বিস্তৃত একটি দিক, যেখানে সমাজবদলের ক্ষেত্রে অর্থনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির যে অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ তার কথা তুলে ধরেছেন। A Concerned Indian's Guide to Communalism যেখানে তিনি সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র কীভাবে বিকশিত হয়, সে বিষয়ে খুব মূল্যবান সন্দর্ভ রেখে গেছেন। আধুনিক ভারতীয় সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক ইতিহাসের উপর তাঁর ব্যাপক কাজের জন্য তিনি ইতিহাসবিদ হিসাবে জনমানসে তাঁর স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল স্থান তৈরি করে নিতে পেরেছেন। তাঁর মতো আন্তর্জাতিক মাপের একজন ইতিহাসবিদের মৃত্যুর পরে দেশের সব প্রান্ত থেকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শোকবার্তা এলেও তাঁর নিজের দেশের সরকারের কোন মন্ত্রী শোক জানিয়ে একটা শব্দ ব্যয় করার সাহস দেখাননি। এই ঘটনায় তাঁর কলম ও মেধার সম্মান শতগুণ বেড়ে গেল অনেকের কাছে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সারাটা জীবন সত্যকে রক্ষার লড়াই চালিয়ে গেছেন পানিক্কর। সমাজ ও সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ ইতিহাসবিদ হিসাবে তিনি মর্যাদার একটা স্থায়ী আসন দখল করে ফেলেছেন তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-